ভাবী শিক্ষকদের সতর্ক করল কেন্দ্র

হলফনামা আকারে তথ্য জমা দিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে অতিরিক্ত সময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: চলতি শিক্ষাবর্ষে নতুন করে কোনও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে না বলে আগেই জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। গোটা দেশে ভুয়ো শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চিহ্নিত করতেই কেন্দ্রের এই উদ্যোগ বলেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এবার ভাবী শিক্ষকদের কোনওরকম মিথ্যা প্রচারের ফাঁদে পা না দেওয়ার পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামীকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলতি বর্ষের বিএড, ডিইএলএড কোর্সের ভরতি শুরু হচ্ছে। কিন্তু কলেজগুলির বিজ্ঞাপনের চমকে না প্রভাবিত হয়ে 'বাস্তবিক' সেই কলেজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সরকারি অনুমোদন এবং অধিকার আছে কি না, ভরতির আগে তা অত্যন্ত ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (এনসিটিই)। কেন্দ্রীয় সরকারি এই স্বশাসিত সংস্থা গোটা দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন দেয়। যদিও কেন্দ্র চায়, গোটা দেশে এ ধরনের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অনুমোদন বজায় থাকুক। তাই শেষবারের মতো কলেজগুলিকে তাদের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়েছে এনসিটিই। আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে তথ্য জমা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে তাদের বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

তবে এবার কেবল অনুমোদন দিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকছে না। রাজ্যে রাজ্যে তৈরি হওয়া সরকারি বেসরকারি কলেজগুলির বাস্তবিক অবস্থা আদৌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কি না, তা একপ্রকার সরেজমিনে তদন্তেও নেমেছে এনসিটিই। পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা দেশের এ ধরনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের বিস্তারিত তথ্য হলফনামা আকারে অবশ্যই অনলাইনে জমা দিতে বলেছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, গোটা ভারতে ২০ হাজার ৬০৫টি এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে মাত্র ১১ হাজার ৪৭৪টি কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের বিএড, ডিইএলএড কলেজের সংখ্যা ১ হাজার ২৪৬টি হলেও এনসিটিই'তে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে মাত্র ৭২১টি প্রতিষ্ঠান। আবশ্যিক হলফনামা আকারে যারা সঠিক তথ্য জমা দিয়েছে, তাদের টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস (টিইআইএস) শীর্ষক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে এনসিটিই।

একইসঙ্গে স্পষ্ট আকারে ভাবী শিক্ষকদের কথা মাথায় রেখে এনসিটিই জানিয়েছে, যেসব কলেজ টিইআইএসের মধ্যে নেই, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা যেন ভরতি না হন। একইসঙ্গে কলেজ রয়েছে, অথচ ঠিকমতো হলফনামা জমা না দেওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত টিইআইএসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেইসব কলেজকেও সতর্ক করেছে কেন্দ্র। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ এনসিটিই'র সদস্য সচিব রীতিমতো পাবলিক নোটিস দিয়ে জানিয়েছেন, তালিকায় নাম না থাকা যেসব কলেজ ২০১৭-'১৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভরতি করবে, তারা সম্পূর্ণ নিজের ঝুঁকিতেই সেই কাজ করবে। কারণ সঠিক তথ্য না দেওয়ায় টিইআইএসের তালিকার বাইরের কয়েক হাজার কলেজের অনুমোদন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর ঘটনাচক্রে ঠিকমতো যাচাই না করে যদি সেইসব কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভরতি হয়ে যান, তাহলে পরবর্তীকালে বিপদে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

Bartaman, 03.07.17, Kolkata

Scanned by CamScanner